সংবাদ

006

তারিখ ... 22/3/85 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম 7 ...

পাঁচ বছরে ৪৫০ কোটি টাকা ব্যয়ের সুপারিশ

# গণশিক্ষা কর্মসূচী পুনরায় চালু করার উদ্যোগ

।। এ, এম, এস হাসান ।।

গণশিক্ষা কর্মসূচী পুনরায় চালু করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আসন্ন তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই কর্মসূচী অন্তর্ভুক্ত করার সম্ভাবনা রয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান যে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউনেস্কোর যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত কর্ম শিবিরে সাড়ে ৪শ' কোটি টাকা ব্যয়ে ৫ বছর মেয়াদী গণশিক্ষা কর্মসূচী চালু করার সুপারিশ করা হয়েছে।

পূর্বকথা

মরহুম রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ১৯৮০ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী ১ কোটি টাকা বরাদ্দ করে ক্যাশ প্রোগ্রামের ভিত্তিতে গণশিক্ষা আন্দোলন শুরু করেছিলেন। পরবর্তীকালে ১শ' কোটি টাকা বরাদ্দ করে ৫ বছর মেয়াদী গণশিক্ষা কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। এর মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগ অর্থাৎ ৫০কোটি টাকা স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে ধরা হয়। ১৯৮২ সালের এপ্রিল মাসে এই কর্মসূচী বন্ধ হয়ে যায়। এই কর্মসূচীর অধীনে ১কোটি বইও ছাপানো হয়েছিল। এর মধ্যে অধিকাংশ বইই কেন্দ্রীয় ও জেলা পর্যায়ে অযত্নে রক্ষিত অবস্থায় নষ্ট হয়ে যায়। কিছু কিছু বই অবশ্য বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মাধ্যমে বিলি করা হয়।

নতুন করে গণশিক্ষা কর্মসূচী ঘোষণা

গত বছরের ২৯শে জানুয়ারী শিশু একাডেমীতে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক শিক্ষা সম্মেলনে নতুন করে গণশিক্ষা কর্মসূচী চালু করার ব্যাপারে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা দেন। রাষ্ট্রপতির এই ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে গণশিক্ষা কর্মসূচী পুনরায় চালু করার জন্য একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়। পরবর্তীকালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে জাতীয় গণশিক্ষা বাস্তবায়ন সেল গঠন করা হয়।

জাতীয় গণশিক্ষা বাস্তবায়ন সেলের উদ্যোগে একটি 'এ্যাকশন প্ল্যান' তৈরী করা হয়। এই এ্যাকশন প্ল্যানের ভিত্তিতে গত বছরের ৩০শে নভেম্বর থেকে ৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত ৬ দিনব্যাপী জাতীয় সাক্ষরতা কর্মশিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়

(শেষ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

## গণশিক্ষা কর্মসূচী

( ১ম পাতার পর )

ও ইউনেস্কোর যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই কর্ম শিবিরে যোগদানকারী দেশী-বিদেশী বিশেষজ্ঞরা বাংলাদেশে গণশিক্ষা কর্মসূচীকে সফল করে তোলার বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। আলোচনার ভিত্তিতে প্রায় সাড়ে ৪শ' কোটি টাকা ব্যয়ে ৫ বছর মেয়াদী গণশিক্ষা কর্মসূচী চালু করার সুপারিশ করা হয়।

এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান যে, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গণশিক্ষা কর্মসূচীকে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে ছাড়পত্র পাওয়ার পর শিক্ষা মন্ত্রণালয় গণশিক্ষা কর্মসূচী সম্পর্কিত ৫ বছর মেয়াদী প্রকল্পের খসড়া প্রণয়ন করবে।

কত টাকা ব্যয় ধরে খসড়া প্রকল্প প্রণয়ন করা হবে জানতে চাইলে উক্ত কর্মকর্তা বলেন যে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউনেস্কোর যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত কর্মশিবিরে সাড়ে ৪শ' কোটি টাকা ব্যয়ে ৫ বছর মেয়াদী গণশিক্ষা কর্মসূচী চালু করার সুপারিশ করা হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই খাতে কত টাকা বরাদ্দ হবে তা এ মুহূর্তে বলা যাচ্ছে না। তবে এই কর্মসূচীকে সফল করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।